দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ

বাংলাদেশে বিরোধী দলের রাজনৈতিক আন্দোলন অতীতেও হইয়াছে। কিন্তু এইবারের আন্দোলন ও সহিংসতার সহিত তাহা তুলনীয় নহে। ইহার ধারাটাই আলাদা। সাম্প্রতিককালের হরতাল-অবরোধের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে যেন বাংলাদেশের অর্থনীতি তথা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে জিম্মি করা। ইহারই ধারবাহিকতায় এইবার দেশের ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীরাও বিপাকে পড়িয়াছেন। বিরোধী দলের ডাকা টানা অবরোধ ও হরতালের কারণে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের গত মঙ্গলবারের 'এ' এবং 'ও' লেভেলের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। আবার হরতাল আরও ১২ ঘণ্টা বাড়াইবার পর গতকাল বুধবার সকাল ও বিকালের পরীক্ষারও রুটিন পরিবর্তন করা হয়। পরে ইহা গতকাল সন্ধ্যা ও রাত্রি পৌনে ১২টায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন স্কুলের বার্ষিক এবং পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষার্থীদের ন্যায় ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদেরও দুর্ভোগ শুরু হইল। এই পরীক্ষা ২৯ জানুয়ারি নাগাদ শেষ হইবার কথা রহিয়াছে। ততদিন পর্যন্ত আর কত দুর্ভোগ দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে তাহা আমাদের জানা নাই।

প্রতি ইংরেজি বর্ষের শেষে আমাদের দেশে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে বার্ষিক ও ভর্তি পরীক্ষার ধুম পড়িয়া যায়। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই সময়ে প্রাথমিক সমাপনী ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার আয়োজন হইয়া আসিতেছে মহাসমারোহে। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আন্দোলন-সংগ্রামের কারণে ২০১২ সালে যেমন সমস্যা হইয়াছিল, তেমনি ২০১৩ সালেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বরং এইবার সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংসতা বৃদ্ধি পায়। তাহার পরও কোমলমতি শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়া ভাল ফলাফল অর্জন করে। এখন একইভাবে বিপদে পড়িয়াছে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের শিক্ষার্থীরা। গত বৎসর তাহারা রাত জাগিয়া পরীক্ষা দিয়াছিল। চোখে ঘুম ঘুম ভাব থাকায় অনেকে ঠিকমত পরীক্ষা দিতে পারে নাই। কিন্তু এখন রাত্রি, ছুটির দিনসহ যে কোন দিন ও যে কোন সময় হরতাল-অবরোধ দেওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান থাকায় ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তার সীমা নাই। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাহাদের পরীক্ষা প্রতিবেশী দেশে নিয়া যাওয়া হইতে পারে এমন আশঙ্কাও অনেকের মধ্যে কাজ করিতেছে। তবে সরকার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিলে সেই আশঙ্কা আর থাকিবে না বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

উল্লেখ্য, ইংলিশ মিডিয়ামের লেখাপড়া আমাদের কোন বোর্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। ইহা কেমব্রিজ ও অ্যাডেক্সেলের সিলেবাসে পরিচালিত হয়। যেহেতু পরীক্ষাগুলি সারাবিশ্বে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়, তাই পরীক্ষার তারিখ পিছানোর তেমন কোন সুযোগ থাকে না। হরতালের কারণে অগত্যা সকাল ও বিকালের পরিবর্তে রাত্রের দুই শিফটে নেওয়ার নিয়ম চালু হইয়াছে। সাধারণত কোন কারণে এই পরীক্ষা দিতে না পারিলে পরের বৎসর তাহারা পরীক্ষা দিতে পারেন না। এইজন্য নূতন করিয়া রেজিস্ট্রেশন করিতে হয়। ইহাতে শিক্ষার্থীদের জীবন হইতে মূল্যবান সময় ঝরিয়া যাইবার আশঙ্কা তৈরি হয়। এমতাবস্থায় 'এ' লেভেল পরীক্ষার্থীদের পাঁচজন অভিভাবক তাহাদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে ও পরীক্ষা চলাকালীন সময় হরতাল বা অবরোধ না দেওয়ার অনুরোধ জানাইতে বিরোধী দলীয় জোটের নেতা ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বাসভবনে গিয়াছিলেন। কিন্তু চেয়ারপারসনের সাক্ষাতের অনুমতি না পাইয়া তাহারা হতাশ হন। যদিও কাহার কিরূপ ক্ষতি হইবে তাহা বিবেচনা করিয়া কেহ হরতাল-অবরোধের ন্যায় কঠোর কর্মসূচি দেন না, তথাপি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলেরই আমলে নেওয়া উচিত। ছুটির দিন, জুমার দিন এবং গভীর রাত্রেও হরতাল-অবরোধ দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। তবে আশার কথা হইল, সরকার 'এ' এবং 'ও' লেভেল পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা নির্বিঘ্ন করিতে সর্বপ্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বা ডিএমপি আতঙ্কিত প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে সহযোগিতা প্রদান ও রাজধানীর আটটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দিয়াছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পুলিশের সেই সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক।